Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/15/2026 5:07 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩০ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার ১৫ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/15/2026 5:07 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩০ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। রবিবার ১৫ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

আগে থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল বিমানে! এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনায় বিস্ফোরক মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা

আফগানভূমে পাক হামলার নিন্দায় সরব ভারত

বেঁচে থাকলেও নেতানিয়াহুকে খুঁজে মারব', ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে চরম হুঁশিয়ারি ইরানের

বঙ্গে দু'দফায় ভোট ঘোষণা করল কমিশন

২৩ ও ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ, ৪ মে ফয়সালা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেল বাংলায়।

রবিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রাজ্যে এ বার ভোট হবে মাত্র দুই দফায়। আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ১৫২টি আসনে। দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট ২৯ এপ্রিল, যা হবে ১৪২টি আসনে। গোটা দেশের পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার ভাগ্যপরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ৪ মে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এ বার প্রতিটি বুথেই ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশজুড়ে জারি হয়ে গিয়েছে 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' বা আদর্শ আচরণবিধি। এখন থেকে রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে কমিশনের অধীনে। সরকার কোনও নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারবে না। কমিশনের এই ঘোষণার ঠিক আগেই রাজ্য সরকার পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সাফ জানান, 'আদর্শ আচরণবিধি এখন থেকে কার্যকর হয়ে গেল। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার আগে কোনও সরকার কোনও পদক্ষেপ করলে করতেই পারে। কিন্তু এখন থেকে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকবে।' এ বারের ভোটে বাংলার জন্য বড় চমক হল দফার সংখ্যা। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আট দফায় ভোট হয়েছিল। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটও হয়েছিল সাত দফায়। এ বার তা একধাক্কায় কমিয়ে দুই দফায় আনা হয়েছে। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরেই কম দফায় ভোটের দাবি জানিয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে কমিশনের যুক্তি, 'কমিশন মনে করছে দফা কমানো প্রয়োজন। সকলের পক্ষে সুবিধাজনক এমন একটি পর্যায়ে এটি নামিয়ে আনা দরকার।

বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৭ মে। তাই তার আগেই নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ মানুষের। যার মধ্যে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৩ হাজার। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে মরিয়া কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'কোনও ভোটার মোবাইল নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে পারবেন না।' প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ভোটদানের হার ঘোষণা করা হবে। পাঁচ রাজ্য মিলিয়ে মোট ৮২৪টি আসনে ভোট হবে। যেখানে নিযুক্ত থাকছেন প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটকর্মী ও সাড়ে আট লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী। রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান ইতিমধ্যেই তপ্ত। শনিবার ব্রিগেড থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'বিকশিত বাংলা'র ডাক দিয়ে পরিবর্তনের সওয়াল করেছেন। অন্য দিকে, গত তিন বারের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে আত্মবিশ্বাসী। এ বার কংগ্রেস রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বামেদের রণকৌশল নিয়ে ধন্দ থাকলেও আইএসএফ-এর সঙ্গে তাদের জোট সমীকরণ কোন দিকে যায়, সে দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। বাংলার পাশাপাশি পুদুচেরি, কেরল ও অসমে ৯ এপ্রিল এবং তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। সঙ্গে থাকছে দেশের আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন।

অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট পরিচালনা করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েবকাস্টিং করা হবে। কমিশনের সাফ বার্তা, ফেক নিউজ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। ফাইল ফটো।

নেতানিয়াহু নিহতের গুজব উড়িয়ে দিল ইজরায়েল সরকার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইরানের হামলায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছেন;এমন একটি খবর ঘিরে শনিবার থেকে তীব্র জল্পনা ছড়ায় সোশাল মিডিয়ায়। একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে দাবি করা হয় যে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আর বেঁচে নেই। তবে এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। তাদের দাবি, নেতানিয়াহু সুস্থ আছেন এবং তাঁর মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।ঘটনার সূত্রপাত একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে।

শুক্রবার নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেন নেতানিয়াহু। সেখানে তাঁকে ইজরায়েল- মার্কিন-ইরান সংঘাত নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। কিন্তু ভিডিওটির একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাঁর ডান হাতে ছয়টি আঙুল দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেন কিছু সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারী।

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় জল্পনা। অনেকেই দাবি করেন, ভিডিওটি নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সেই কারণেই হাতের আঙুলের সংখ্যায় ভুল দেখা গেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ইরানের হামলায় নেতানিয়াহু নিহত হয়েছেন এবং সেই কারণেই নাকি এআই ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।জল্পনা আরও বাড়ে মার্কিন রাজনৈতিক ভাষ্যকার ক্যান্ডেস ওয়েন্স-এর একটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তবিবি কোথায়?দ উল্লেখ্য, নেতানিয়াহুর জনপ্রিয় ডাকনাম 'বিবি'। তাঁর ওই মন্তব্যের পরই সোশাল মিডিয়ায় নানা ধরনের জল্পনা শুরু হয়।তবে রবিবার ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই সমস্ত খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সুস্থ আছেন এবং তাঁর মৃত্যুর খবরের কোনও ভিত্তি নেই। পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় ছড়ানো গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভোটের মুখে কল্পতরু মমতা, পুরোহিত ইমামদের ভাতা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা বাড়াল রাজ্য, ভোট ঘোষণার আগে সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক বিতর্ক। রাজ্যের পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, এতদিন যাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা ভাতা পেতেন, এবার থেকে তাঁদের ভাতা বেড়ে ২০০০ টাকা করা হচ্ছে। নতুন করে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁরাও এই বর্ধিত ভাতার আওতায় আসবেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করাই সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় আট হাজার পুরোহিত এই মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন। প্রথম দিকে পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের ১০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হত। পরে তা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়। এবার আরও

৫০০ টাকা বৃদ্ধি করে মাসিক ভাতা ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হল।উল্লেখ্য, রবিবার বিকেল ৪টেয় দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ভাতা বৃদ্ধি করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, এটি সম্পূর্ণ সামাজিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘদিন ধরেই এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/15/2026 5:07 PM Page 3

হরমুজ প্রণালীতেই একটি দ্বীপ রয়েছে

সেখানকার লাল বালি খাওয়াও যায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের ফলে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইরান ও ওমানের মধ্যে সংকীর্ণ জাহাজ পথ দিয়ে বিশ্বের দৈনিক তেল এবং তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের প্রায় এক পঞ্চমাংশ যায়। গোটা বিশ্ব বর্তমানে হরমুজ প্রণালীকে পৃথিবীর সবচেয়ে কৌশলগত বাধা হিসেবে এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাঘাতের একটি হিসেবে বিবেচনা করছে। এই প্রণালীতে একটি লাল সৈকত রয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণকারী, ভূতাত্ত্বিক এবং ছবি শিকারীদের আকর্ষণ করে। হরমুজ দ্বীপের লাল সৈকত (সোর্খ সৈকত) ইরানের সবচেয়ে অসাধারণ উপকূলীয় দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি। যা তার লাল বালি এবং জলরাশির জন্য বিখ্যাত। এখানকার বালিতে আয়রন অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকার

কারণে এটি গাঢ় লাল রঙের। বৈজ্ঞানিকভাবে আকর্ষণীয় এবং দৃশ্যত নাটকীয়, এই খনিজ সমৃদ্ধ মাটি উপকূলরেখাকে রক্তের মতো লাল দেখায়। যা দেখতে অনেকটা ছবির মতো মনে হয়। স্থানীয়রা এই লাল মাটিকে জেলাক বলে। এর রঞ্জকতা এত তীব্র যে এটি ত্বকে কয়েকদিন ধরে দাগ ফেলতে পারে এবং কিছু দানা এমনকি তাদের লোহার ঘনত্বের কারণে চুম্বকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। দ্বীপের স্থানীয় খাবারের মধ্যে জেলাক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হরমুজের স্থানীয়রা কখনও গুঁড়ো আকারে জেলাক খায় না, বরং এটিকে মশলা হিসেবে ব্যবহার করে, সাধারণত সুরাগ (একটি গাঢ় লাল রঙের গাঁজানো মাছের সস) তৈরিতে। মহিলারা তাঁদের মাসিক চক্রের সময় আয়রনের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে অল্প পরিমাণে জেলাক গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও কাপড় রঙ করার এবং মৃৎশিল্পে রঙ করার জন্যও জেলাক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে প্রসাধনী, রঞ্জক এবং কারুশিল্পে ব্যবহারের জন্য সীমিত পরিমাণে জেলাক রপ্তানি করা হচ্ছে।লাল মাটির প্রভাব কেবল উপকূলরেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লাল বালির উপর ঢেউ আছড়ে পড়লে, জল নিজেই লালচে এবং গোলাপী রঙ ধারণ করে। এই রঙগুলির সঙ্গে পারস্য উপসাগরের হাল্কা নীল আভা মিশে একটি সম্মোহনী প্যালেট তৈরি করে যা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় তীব্রতর হয়। যেহেতু সমুদ্র সৈকতের লাল আভা সমুদ্রের অনেক দূর থেকে দেখা যেত, নাবিকরা একসময় হরমুজ প্রণালীতে প্রাকৃতিক নেভিগেশন মার্কার হিসেবে এটি ব্যবহার করত। উপকূলরেখাটি বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীবনের আবাসস্থল। এটি প্রকৃতিপ্রেমীদের একটি শান্ত, মনোরম পরিবেশ প্রদান করে।

শরীরে লুকিয়ে

‘ডেথ পয়েন্ট’!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মানুষের শরীরে এমন একটি বিশেষ পয়েন্ট রয়েছে, যেখানে মাত্র ৩০ সেকেন্ড চাপ দিলে নাকি কমে যেতে পারে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল। একইসঙ্গে কমবে কোষের বার্ধক্যের গতিও, সম্প্রতি এমন দাবি নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। বিষয়টি অনেকের কাছেই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু কয়েকজন জাপানি গবেষক এনিয়ে পরীক্ষা করে চমকপ্রদ ফল পেয়েছেন। গবেষকরা প্রায় ৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবীর উপর একটি গবেষণা চালান। সেখানে শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় যেগুলোকে সাধারণত ‘প্রেশার পয়েন্ট’ বলা হয় সেখানে নিয়ন্ত্রিতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ সেকেন্ড ধরে সেই পয়েন্টে চাপ দেওয়া হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীদের শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরীক্ষা করা হয়।গবেষণায় দেখা যায়, অনেক অংশগ্রহণকারীর হৃদস্পন্দনের ওঠানামা বা হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি কিছুটা উন্নত হয়েছে। সাধারণত এই সূচকটি ভাল হলে বোঝা যায় যে শরীরের স্ট্রেস কিছুটা কমছে এবং স্নায়ুতন্ত্র তুলনামূলকভাবে শান্ত অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি অনেকেই জানিয়েছেন, চাপ দেওয়ার পরে

তাঁদের মানসিক অস্থিরতা বা টেনশন কিছুটা কম অনুভূত হয়েছে।কিছু ক্ষেত্রে কর্টিসল নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রাও সাময়িকভাবে কমতে দেখা গিয়েছে। তবে গবেষকরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, এটিকে কোনও ‘ডেথ পয়েন্ট’ বা অলৌকিক সমাধান বলে ভাবা ঠিক নয়। শরীরে এমন কোনও রহস্যময় পয়েন্ট নেই, যেটিতে চাপ দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আসলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র স্পর্শ ও চাপের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় হালকা চাপ বা ম্যাসাজ করলে স্নায়ুতন্ত্র কিছুটা শান্ত হতে পারে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়, শরীরের টান কমে এবং মানসিক চাপও কিছুটা কম লাগতে পারে।এ ধরনের ধারণা নতুন নয়। বহু শতাব্দী ধরে চীনা ও জাপানি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন আকুপাংচার ও আকুপ্রেশারে শরীরের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।

ঘাড় মটকাতে ভূতের ডাক?

নিশুতি রাতে গোরস্থান থেকে খাবার অর্ডার!

সামাজিক মাধ্যমে একটি অদ্ভুত ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক খাবার ডেলিভারি কর্মীকে গভীর রাতে একটি কবরস্থানের ভেতরে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিতে বলা হচ্ছে। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। ভিডিওটির শুরুতেই দেখা যায়, ডেলিভারি কর্মী ফোনে মহিলা গ্রাহককে জানাচ্ছেন যে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছেন। জবাবে মহিলা গ্রাহক রহস্যময়ী কণ্ঠে বলেন, সোজা সামনে এগিয়ে আসুন পাশে একটি কুকুর বসে আছে, ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। কর্মী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সামনে তাকাতেই থমকে দাঁড়ান। এরপর তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন, কবরস্থান! ম্যাডাম, ভেতরে তো পুরো অন্ধকারখ আমি ভিতরে যাচ্ছি না। কিন্তু মহিলাটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, হ্যাঁ, গেট দিয়ে ভেতরে চলে আসুন, সেখানেই ডেলিভারি দিয়ে দিন।দ এই পরিস্থিতিতে ডেলিভারি কর্মী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি কবরস্থানের ভেতরে ঢুকবেন না। তিনি বলেন, গ্রাহককে গেট পর্যন্ত এসে খাবার নিয়ে যেতে হবে, না হলে তিনি অর্ডার বাতিল করে দেবেন। এরপর কথোপকথন আরও অদ্ভুত মোড় নেয়। ওই মহিলা দাবি করেন, তিনি নাকি কবরস্থানের ভেতরে বন্ধুদের সঙ্গে তপার্টিদ

করছেন। এতে হতবাক হয়ে ডেলিভারি কর্মী প্রশ্ন করেন, মানুষ কি সত্যিই কবরস্থানে খাবার অর্ডার করে? মহিলা তখন তাকে ভূতে ভয় পাওয়ার অভিযোগ তোলেন। জবাবে কর্মী বলেন, বিষয়টি ভয়ের নয়, বরং গভীর রাতে কবরস্থানের ভেতরে ঢোকা অনুচিত এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। তিনি আবারও অনুরোধ করেন যাতে অর্ডারটি বাতিল করা হয়, কারণ তিনি আর এগোবেন না। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই ডেলিভারি কর্মীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, অমানুষ প্রায়ই ভুলে যায় যে ডেলিভারি কর্মীরাও মানুষ, রোবট নয়। কাউকে শুধু খাবার পৌঁছে দিতে রাতের অন্ধকারে কবরস্থানে ঢুকতে বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তিনি নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটাকে সম্মান করা উচিত।আরেকজন মন্তব্য করেন, এই ধরনের ভিডিও বানানোর আগে কি কেউ ভাবেন? ওই ডেলিভারি কর্মী কতটা মানসিক চাপের মধ্যে পড়েছিলেন তা কি বোঝা যায়? শুধু কনটেন্ট আর ভিউয়ের জন্য মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করা ঠিক নয়। তবে অনেকেই মনে করছেন ভিডিওটি সাজানো বা মজার ছলে করা কোনও প্র্যাঙ্ক হতে পারে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, আমার মনে হয় এটা প্র্যাঙ্ক। কবরস্থানে বসে কেউ এত শান্তভাবে খাবার অর্ডার করবে;এটা বিশ্বাস করা কঠিন।আরেকজন মন্তব্য করেন, এ ধরনের প্র্যাঙ্ক মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের ভয় বা অস্বস্তিকে মজা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ভিডিওটি সত্যি ঘটনা নাকি পরিকল্পিত প্র্যাঙ্ক;তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাটি ডেলিভারি কর্মীদের কাজের পরিবেশ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং পেশাগত সীমারেখা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/15/2026 5:07 PM Page 4

রবিবাসরীয় বিকেলে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস, হলুদ সতর্কতা ৫ জেলায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রবিবার ও সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখীর আশঙ্কা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ঘণ্টায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে বলে হলুদ সতর্কতা জারি করে আবহাওয়া অফিস । মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে বলে পূর্বাভাস।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশের পাশাপাশি ঘুমোট গরমের পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। তবে বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এর ফলে সাময়িকভাবে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কলকাতাতেও সোমবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এসব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে, সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তাই আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া অস্থির থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্রশাসন।

রায়দিঘিতে বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে অবরোধ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঃ রায়দিঘি ব্রিজ থেকে দমকল খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে পথ অবরোধ করে সিপিএম। কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়, ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে দ্রুত রাস্তা মেরামতের বিষয়ে আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খ ারাপ। অনেক জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে প্রায়শই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।এই রাস্তা এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কয়েকশো অটো, টোটো ও ভ্যান এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। পাশাপাশি রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে যাওয়ার জন্যও এই রাস্তা প্রধান ভরসা। এছাড়া আশপাশের কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারাও এই পথেই যাতায়াত করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ব্রিজ থেকে খেয়াঘাটের দিকে এগোলেই রাস্তার ভয়াবহ অবস্থা চোখে পড়ে। অনেক জায়গায় গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে, যা কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার পর এই পথে যাতায়াত করা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সিপিএম নেতা আব্দুল মীর বলেন, ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে, এমনকি স্কুল পড়ুয়ারাও পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে হবে।এ বিষয়ে রায়দিঘির বিধায়ক ডঃ অলোক জলদাতা জানান, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে থাকা এই রাস্তা স্তার বেহাল অবস্থার কথা তাঁর জানা আছে। খুব শীঘ্রই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

শশী পাঁজার বাড়িতে হামলায় গ্রেপ্তার ৯, থানায় অভিযোগ তৃণমূলের

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ গিরিশ পার্ক এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯। ঘটনায় আহত পুলিশকর্মীদের মধ্যে ৬ জনকে ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে দুই পুলিশ আধিকারিক এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার রাতে বিজেপি ও তৃণমূল;উভয় পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। সেই সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই সভায় যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে বাসে করে বহু বিজেপি কর্মী কলকাতায় এসেছিলেন। অভিযোগ, গিরিশ পার্কে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা-র বাড়ির সামনে লাগানো 'বয়কট বিজেপি' লেখা একটি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেন কিছু বিজেপি কর্মী। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়।অভিযোগ, এরপর মন্ত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন শশী পাঁজা। ইটের আঘাতে তিনিও আহত হন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তবহিরাগতদের নিয়ে ব্রিগেডে সভা করছে বিজেপি। সেই বহিরাগতরাই বাস থেকে নেমে আমার বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। সাহস থাকলে সামনে এসে মোকাবিলা করুক। আমার বাড়ির সামনে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং ইট ছোড়া হয়েছে।ঘটনার পরপরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ। প্রথমে গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারায়; খুনের চেষ্টা, সরকারি কর্মীদের উপর হামলা, দাঙ্গা সৃষ্টি, ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাঙচুর ও বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রথমে ৪ জন অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্ত এখ নও চলছে।

ধর্মঘটের জেরে স্কুল বন্ধ, ক্লাসরুমে ঢুকে হম্বিতম্বি পঞ্চায়েত প্রধানের

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ শিক্ষকদের ধর্মঘটের জেরে একদিন স্কুল বন্ধ থাকাকে কেন্দ্র করে ক্লাসরুমে ঢুকে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়ালেন পঞ্চায়েত প্রধান। এমনকি পড়ুয়াদের জোর করে ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবারের এই ঘটনার ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে শিক্ষক সংগঠনগুলো।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়জোড়া ব্লকের চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা রয়েছেন। শুক্রবার যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটে দু'জনই সামিল হওয়ায় সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। শনিবার স্কুলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হতেই কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে সেখানে হাজির হন তৃণমূল পরিচালিত ঘুটগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গণেশ মণ্ডল। অভিযোগ, সেই সময় একটি ক্লাসরুমে পড়াচ্ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। আচমকাই বিনা অনুমতিতে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েন পঞ্চায়েত প্রধান এবং ধর্মঘটের দিন কেন স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছিল তা নিয়ে প্রধান শিক্ষককে ধমকাতে শুরু করেন। প্রধান শিক্ষক তাঁকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, পড়ুয়াদের সামনেই প্রধান শিক্ষককে হুমকি দেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং পরে নিজেই পড়ুয়াদের ক্লাসরুম থেকে বের করে স্কুলের মাঠে পাঠিয়ে দেন। এমনকি কিছু সময় প্রধান শিক্ষককে ক্লাসরুমে আটকে রাখারও অভিযোগ উঠেছে।ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পড়ুয়ারা বলে দাবি শিক্ষকদের। প্রতিবাদে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ-র পক্ষ থেকে কিছু সময় পথ অবরোধ করা হয়। সোমবার থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।যদিও অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, ধর্মঘটের কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় পঠনপাঠন ও মিড ডে মিল ব্যাহত হচ্ছিল। সেই কারণেই বিষয়টি জানতে স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। তবে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, এ ধরনের আচরণকে তারা সমর্থন করে না। ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি ও সিপিএমও।

রূপনারায়নপুরে বহুতল আবাসনে আগুন, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়নপুর গুরুদোয়ারা এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের চতুর্থ তলায় হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রবিবার সকালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুটি দমকল ইঞ্জিন। দমকলের প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রূপনারায়নপুর ফাঁড়ির অধীন গুরুদোয়ারা সংলগ্ন রূপাসিনী আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। ওই ফ্ল্যাটে সতীরানী পরামানিক একাই থাকতেন। আগুন লাগার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা যায়। আগুন দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা এবং দ্রুত নিচে নেমে আসেন।ঘটনার খবর দেওয়া হয় রূপনারায়নপুর ফাঁড়ির পুলিশ, দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে নিরাপত্তার স্বার্থে আবাসনের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেন। প্রথমে চিত্তরঞ্জন থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন এবং পরে আসানসোল থেকে আরও একটি দমকল ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়।দমকল সূত্রে জানা গেছে, আগুনে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটির বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ঘরের ভিতরে অনেকটাই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তবে আগুন অন্য ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে পড়েনি। কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভোলা সিং। তিনি জানান, খ বর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ও দমকলকে জানানো হয় এবং সকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রতিটি আবাসনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার দাবি জানান তিনি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/15/2026 5:07 PM Page 5

মনোজ কুমার রাম

সংগঠন গড়ার কারিগর

সৌম্যজ্যোতি মন্ডল ।। নয়া জামানা ।। চাঁচল

শৈশবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূচনা

মালদা জেলার রাজনীতিতে ধীরে ধীরে এক পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম হয়ে উঠেছেন মনোজ কুমার রাম।বর্তমানে তিনি মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি,ওবিসি সেলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।কিন্তু এই অবস্থানে পৌঁছানোর পিছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, নিরলস পরিশ্রম এবং মানুষের পাশে থাকার এক অদম্য মানসিকতা।সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া মনোজ কুমার রাম ছোটবেলা থেকেই সমাজ ও মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা অনুভব করতেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন বিষয় এবং মানুষের সমস্যা তাকে সবসময় ভাবিয়ে তুলত।তার রাজনৈতিক চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে স্কুলজীবনেই। তখন তিনি মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করেই ফি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মনোজ কুমার রাম তখন সহপাঠীদের নিয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। তার নেতৃত্বে ছাত্রদের সেই প্রতিবাদ এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে হয়। সেই ছোট্ট আন্দোলনই ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পদক্ষেপ।

রাজনৈতিক আদর্শের বিকাশ

স্কুলজীবনের সেই অভিজ্ঞতার পর থেকেই রাজনীতির প্রতি তার আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। তিনি বামপন্থী এক ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। এই সময় তিনি রাজনীতির মূল দর্শন, সংগঠনের কাঠামো এবং আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারেন।

ছাত্রজীবনের এই অভিজ্ঞতাগুলো তার রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। মানুষের অধিকার রক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার যে শিক্ষা তিনি তখন পেয়েছিলেন তা পরবর্তী সময়েও তার পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চাঁচল কলেজে ছাত্রনেতা হিসেবে উত্থান

কলেজ জীবনে প্রবেশের পর তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি ছাত্র পরিষদে যোগদান করেন এবং দ্রুত সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।মালদার চাঁচল কলেজে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন। শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, ছাত্রদের অধিকার রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

তার নেতৃত্ব এবং সংগঠনের দক্ষতা দেখে ছাত্র সমাজের মধ্যে তিনি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অনেকেই মনে করেন, চাঁচল কলেজে ছাত্রনেতা হিসেবে তার এই সময়টাই ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির সময়।

যুব কংগ্রেস থেকে জেলা রাজনীতির পথে

কলেজ জীবনের পর মনোজ কুমার রাম যুব কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে করতে তিনি জেলার রাজনীতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।সেই সময় মালদা জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকাংশ এলাকায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী প্রভাব ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস তখনও সংগঠনগতভাবে তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। অনেক এলাকায় দলের অস্তিত্বই ছিল না বললেই চলে।

কঠিন সময়ে তৃণমূলে যোগদান

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বড় ধাক্কা খায়। অনেকেই তখন মনে করেছিলেন যে দলটি হয়তো আর শক্তি ফিরে পাবে না। কিন্তু ঠিক সেই কঠিন সময়েই মনোজ কুমার রাম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।তৎকালীন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম চক্রবর্তীর হাত ধরে তিনি ২০০৬ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। অনেকের মতে, সেই সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ। কারণ তখন তৃণমূলের সংগঠন মালদায় খুবই দুর্বল ছিল।

তুলসীহাটা অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলার লড়াই

দলে যোগদানের কিছুদিন পরেই তার সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তাকে তুলসীহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৭ সাল থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন শুরু করেন।সেই সময় হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন কার্যত ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে যারা ওই এলাকায় তৃণমূলের বড় নেতা হিসেবে পরিচিত, তাদের অনেকেই তখন অন্য রাজনৈতিক দলে ছিলেন-কেউ সিপিএমে, কেউ কংগ্রেসে।এই কঠিন পরিস্থিতিতে মনোজ কুমার রাম বুথে বুথে ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তিনি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান। ধীরে ধীরে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী হতে শুরু করে।

২০০৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর তিনি তুলসীহাটা অঞ্চলের সভাপতির দায়িত্ব সামলান। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি শুধু নিজের অঞ্চল নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকাতেও সংগঠনের ভিত্তি শক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কৃষক আন্দোলন ও কিষাণ ক্ষেত মজদুর সেলের দায়িত্ব

২০১৭ সালে তাকে আরও বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সেলের ব্লক সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।২০১৭ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি কৃষকদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন এবং তাদের দাবি আদায়ের জন্য সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করেন।সেচ সমস্যা, ফসলের ন্যায্য মূল্য, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা;এই সব বিষয় নিয়ে তিনি সরব ছিলেন। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

মানবিক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন

রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক কাজেও মনোজ কুমার রাম সমানভাবে সক্রিয়। তিনি বিশ্বাস করেন, রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় বহু মানুষ যখন ঘরবাড়ি হারিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করেন। একইভাবে ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময়ও তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান।লকডাউনের সময় বহু দরিদ্র পরিবার খাদ্য সংকটে পড়েছিল। সেই সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।এলাকার মানুষের মতে, কেউ যদি সমস্যায় পড়ে তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেন না।

রাজনীতিতে আদর্শ ও প্রেরণা

রাজনীতিতে তার প্রধান আদর্শ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য যে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা তাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে।তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং রাজনৈতিক দর্শনও তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি প্রায়ই বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনতে তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করেন।

জেলা এসসি,ওবিসি সেলের সভাপতির দায়িত্ব

দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক কাজ এবং দলের প্রতি তার আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে জেলা তৃণমূল এসসি,ওবিসি সেলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।এই সংগঠনটি বর্তমানে মালদা জেলায় খুব শক্তিশালী নয়। সাম্প্রতিক নির্বাচনে তপশিলি সম্প্রদায়ের বড় অংশের ভোট বিজেপির দিকে যাওয়ার কারণে সংগঠনকে নতুন করে শক্তিশালী করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই মনোজ কুমার রাম জেলা জুড়ে সংগঠন মজবুত করার কাজে নেমে পড়েছেন।

২০২৬ নির্বাচনের লক্ষ্য ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি

তার প্রধান লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন আরও বাড়ানো। তিনি মনে করেন, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব।নির্বাচনী রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ভবিষ্যতে দল যদি তাকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে, তাহলে তিনি লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন।

রাজনীতির বাইরে ব্যক্তিগত জীবন

রাজনীতির ব্যস্ততার মাঝেও মনোজ কুমার রাম ব্যক্তিগত জীবনে বেশ সহজ-সরল মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ক্রিকেটপ্রেমী। অবসর সময়ে ক্রিকেট খেলতে এবং ম্যাচ দেখতে তিনি খুব ভালোবাসেন।তার মতে, ক্রিকেট শুধু একটি খেলা নয়;এটি দলগত কাজ, নেতৃত্ব এবং ধৈর্যের বড় শিক্ষা দেয়।

সংগ্রাম থেকে নেতৃত্ব;এক অনুপ্রেরণার গল্প

সব মিলিয়ে বলা যায়, মনোজ কুমার রামের রাজনৈতিক জীবন একটি দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনি। ছাত্রজীবনের ছোট্ট আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ জেলা স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব;এই পথচলা সহজ ছিল না।কিন্তু ধৈর্য, নিষ্ঠা, সংগঠনের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী দিনে মালদা জেলার রাজনীতিতে তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ সংগঠন গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা এবং মানুষের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক তাকে এক শক্তিশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।